মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd December, 2021

December, 2021 Volume-VII, Issue-X 8 Pages, Rs. 2.00 R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

ওমিক্রন-এই নয়া প্রজাতি ডেল্টার মতো বিপদজনক নয়

নয়াদিল্লি-করোনাভাইরাসের নতুন ‘বি ১.১.৫২৯’ প্রজাতিকে ‘ভেরিয়েন্ট অব কনসার্ন’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। এর নতুন নামকরণ করেছে হু। ‘ওমিক্রন’। দক্ষিন আফ্রিকা ও বৎসোয়ানায় এই প্রজাতির দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন কিছু মানুষ। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই এর ৫০টি মিউটেশন (জিনগত পরিবর্তন) ঘটে গিয়েছে, যার মধ্যে ৩০টিরও বেশি হয়েছে শুধুমাত্র স্পাইক প্রোটিনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, উপসর্গ সামান্যই। তা হল–শারীরিক ক্লান্তি, গলা খুসখুস, শুকনো সর্দিকাশি, গায়ে ব্যথা, কারও কারও জ্বর হয়েছে। সবচেয়ে লক্ষনীয় বিষয় হল

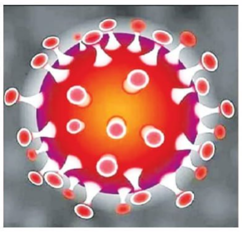

সংক্রমিতদের অর্ধেকের টিকাকরণ হয়নি। করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের আনুবীক্ষণিক ছবি প্রকাশ করেছেন ইটালির গবেষকরা। করোনাভাইরাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্পাইক প্রোটিন। এর সাহায্যে মানব কোষে প্রবেশ করে ভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই নয়া প্রজাতি ডেল্টার মতো বিপদজনক নয়। তবে সাবধানে থাকতে হবে। ইজরায়েলে আফ্রিকা ফেরত পর্যটকের শরীরে মিলেছে এই স্ট্রেন। ভারতের বিমানবন্দরগুলোতে দক্ষিন আফ্রিকা, বৎসোয়ানা, হংকং ফেরত যাত্রীদের কড়া স্ক্রিনিং শুরু করা হয়েছে। ভারতের করোনা বিষয়ক জিনোমিক্স কনসর্টিয়াম ‘ইনসাকগ’ পরিস্থিতির উপরে কড়া নজর রেখেছে।

এক পলকে দেশ

বাতিল তিন

সিঙ্গু সীমান্তে কৃষকদের উল্লাস

নয়াদিল্লি-তিন কৃষি আইন শুধু বাতিলই করলেন না, ক্ষমাও চেয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পঞ্জাব থেকে শুরু হয়ে গত বছরের ২৬ নভেম্বর কৃষকদের আন্দোলন দিল্লির দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেই আন্দোলনের বর্ষপূর্তির ঠিক এক সপ্তাহ আগে গুরু নানকের জন্মজয়ন্তীর দিনটাকেই এই আইন তিনটির প্রত্যাহার করার ঘোষণার জন্য বেছে নেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষক সংগঠনগুলির যুক্তমঞ্চ সংযুক্ত কিসান মোর্চার বক্তব্য, এই আইন খাতার কলমে প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

লখিমপুর

নয়াদিল্লি-লখিমপুর কান্ড নিয়ে ফরেনসিক রিপোর্টে প্রকাশ। ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ছেলে আশিসের রাইফেল থেকেই গুলি চলেছিল লখিমপুর খেরিতে।

তোপে রাফাল

নয়াদিল্লি-রাফাল যুদ্ধবিমান কেনায় ফের ঘুষের অভিযোগ সামনে আসতেই কংগ্রেস ও বিজেপির ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মিডিয়াপার্টের রিপোর্টে প্রকাশ, রাফাল বিক্রি করতে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল ২০০২ থেকে ২০১২-র সালের মধ্যে।

বিজেপি নিরঙ্কুশ

আগরতলা-ত্রিপুরার পুরভোটে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করল বিজেপি। মোট ৩৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩২৯ টিতে জিতেছে বিজেপি। বিরোধীরা নামমাত্র আসন পেয়েছে।

ডায়াবেটিসের উৎস সন্ধানে ভারতীয় গবেষকদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষকে বলা হয় ডায়াবেটিসের হাব। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে এই অসুখে যারা ভুগছেন তার মধ্যে ভারতেই এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। একটি হিসাব অনুসারে ভারতে প্রায় আট কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছেন। অনেকেই মনে করেন যে ডায়াবেটিস অর্থাৎ রক্তে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক শর্করা বা গ্লুকোজ-এর পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে মানুষের জীবনযাপনে কিছু শৈথিল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মানুষ দৈহিক পরিশ্রম কম করছে। বসে বসে বেশি কাজ করছে। সঙ্গে আছে দুশ্চিন্তার বাড়বাড়ন্ত, মদ ও ধূমপানের আধিক্য। এছাড়া খাদ্যের তালিকাও যা তাতে পুষ্টির চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে। এই সবের কারণেই ভারতে ডায়াবেটিসের সংখ্যা বাড়ছে। এই রোগ হলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। হার্টের সমস্যা বাড়তে পারে এবং এর ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিডনি, লিভারের ক্ষতি হয়।

নতুন গবেষণার বিষয় ঃ

কিছুদিন আগে পুণের কে ই এম হসপিটাল-এর এক দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে একটা বড় অংশের মানুষের ডায়াবেটিস-এর শুরু মাতৃগর্ভেই হয়ে থাকে। প্রায় ৭০০-র বেশি পরিবারের মহিলাদের ওপর এই পরীক্ষা করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল মহারাষ্ট্রের পুণা-র কাছাকাছি অঞ্চলকে। যদি গর্ভবতী মহিলার শারীরিক দুর্বলতা থাকে, অপুষ্টি থাকে তবে তার প্যাংক্রিয়াসের ইনসুলিন নিঃসরণ ঠিকমত হতে পারে না। ফলে গর্ভজাত সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে এবং সন্তানের প্যাংক্রিয়াসও বেঠিক হতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে সন্তানের ডায়াবেটিস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই শৈশব থেকেই অর্থাৎ ৬ বছর, ১২ বছর এবং ১৮ বছরের সময় ঐ সন্তানের রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করা জরুরি। ওই গবেষণায় দেখা গেছে ওই অঞ্চলের ওই সময়ে যাদের ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের ১৮ বছরে সন্তানদের ৩৭% পুরুষ সন্তান এবং ১৮% মহিলা সন্তানদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশ বেশি। অর্থাৎ যে সমস্ত মহিলারা শারীরিকভাবে দুর্বল, অপুষ্ঠ তাদের সন্তানদের ডায়াবেটিক হওয়ার প্রবণতা বেশি। তাই এক বড় অংশের মানুষের ডায়াবেটিসের কারণ তৈরি হয়ে যায় মাতৃগর্ভেই। কারণ, শারীরিকভাবে দুর্বল মহিলাদের বহুক্ষেত্রেই প্যাংক্রিয়াস ঠিক মত কাজ করে না। তাই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস কী কারণে হয় ?

মানুষের দেহের কোষ গ্লুকোজ টেনে নেয়। এটা করা হয় এক হরমোনের সাহায্যে যাকে বলে ইনসুলিন। এই ইনসুলিন তৈরি হয় দেহের প্যাংক্রিয়াস নামক অঙ্গ থেকে। প্যাংক্রিয়াসের বিটা কোষ এই ইনসুলিন তৈরি করে। যদি বিটা কোষ পর্যাপ্ত ইনসুলিন না তৈরি করে তবে রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এইভাবেই ডায়াবেটিস হয়।

এরপর ২-এর পাতায়

আম্পায়ারদের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের আম্পায়ার্সদের ফ্রি ফ্যামিলি হেলথ কার্ড প্রদান করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ইডেন উদ্যানে সি এ বি-র অফিসে ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা

হেলথ কার্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সি এ বি-র সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, সচিব স্নেহাশীষ গাঙ্গুলি, ক্রিকেটার অরুণলাল, আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অদিপ্ত মুখার্জি সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে এক বছর ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাবেন আম্পায়াররা।

এক পলকে রাজ্য

ডেউচা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশের অন্যতম বড় কয়লাখনি প্রকল্প ডেউচা পাঁচামি নিয়ে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুনর্বাসন প্যাকেজে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, বাসস্থান এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের একজনের চাকরির ব্যবস্থা রয়েছে। এরপরেও কারও বক্তব্য থাকলে তা শুনবে রাজ্য সরকার।

মর্মান্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি-শববাহী ম্যাটাডোরের সঙ্গে পাথর বোঝাই লরির দুর্ঘটনায় নদীয়ার হাঁসখালিতে ২৮ নভেম্বর এক শিশুসহ মৃত্যু হল ১৭ জন শ্মশানযাত্রীর।

নিয়োগে অস্বচ্ছতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-স্কুলে চাকরি করছেন ২৫ জন চতুর্থ শ্রেণী কর্মী। বেতনও পেয়েছেন একবছরের বেশি সময় ধরে। অথচ স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে এই নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ, এর পেছনে কারা আছে, তা খুঁজে বের করতে হবে।

পুর নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতার পুরসভা নির্বাচন হচ্ছে ১৯ ডিসেম্বর। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট।

শূন্যস্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রয়াত পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সেই দফতরের দায়িত্ব পেলেন পুলক রায়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা হলেন অমিত মিত্র।

এখানে – ওখানে

শব্দবাজির বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচার

রাজপথে শব্দবাজির প্রতিবাদে হোর্ডিং

নিজস্ব প্রতিনিধি-বায়ুদূষণ এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এই দূষণের ফলে নিত্য দিনের কাজ বন্ধ করার ফরমান জারি করছে প্রশাসন। এরই মধ্যে দীপাবলিকে ঘিরে শব্দবাজি সৃষ্টি করেছে এক নতুন ত্রাস। আদালতের আদেশ সত্ত্বেও এবারও দীপাবলীর উৎসবে সরকারি নির্দেশ এবং আদালতের আদেশ অমান্য করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শব্দবাজির তাণ্ডব চলেছে। এবার শব্দবাজি রুখতে রাজপথে নেমে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই উদ্দেশ্যে ২ নভেম্বর শ্যামবাজার ভূপেন বোস এভিনিউ, বি কে পাল এভিনিউ, শোভাবাজার, নিমতলা স্ট্রিট, জোড়াবাগান, বিডন স্ট্রিট এবং হেদুয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় শব্দবাজি বন্ধ করতে মাইকে প্রচার চালায় এবং লিফলেট বিলি করে। এই প্রচারের অঙ্গ হিসেবে ৩ নভেম্বর এ পি সি রোড, বাগবাজার, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, সুকিয়া স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, সূর্য সেন স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোড এবং মানিকতলা এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচার চালিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই প্রচারের অংশ নেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

জগদ্ধাত্রী পূজোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-টালা অলোক তীর্থ, শান্তিনগরের জীবন সাথী, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অগ্নিবীণা এবং হরিঘোষ স্ট্রিটের পল্লীবাসীবৃন্দের পরিচালনায় এলাকার সাড়া জাগানো জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

সচেতনতা শিবির ও বাহক রক্তপরীক্ষা

সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং সাই ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে ১৪ নভেম্বর নদিয়া জেলার মদনপুর তেঘরিতে সম্পন্ন হয় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্তপরীক্ষা। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা সাই ফাউন্ডেশনের অরুণ সেন। সচেতনতা শিবিরের শুরুতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কুইজ পরিচালনায়ও করেন তিনি। এই শিবিরে প্রাথমিক ভাষণে সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোধ করতে হলে প্রথমে চাই জন সচেতনতা। কারণ থ্যালাসেমিয়া নিরাময় করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোন ওষুধ আবিষ্কার হয় নি। একমাত্র থ্যালাসেমিয়া বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ না দিয়ে এবং জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা উচিত সকলের। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে লাগাতার প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং বাহক রক্তপরীক্ষার কাজ চলছে বলে জানান তিনি। এই শিবিরে ৩৭ জন কিশোর-কিশোরী থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সারাটা বছর ধরে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে এই রক্তপরীক্ষা করে থাকে।

নতুন এক্সরে মেশিন স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি-দক্ষিণ সিথিতে নবজাতক আরোগ্য ভবনের ঐকান্তিক অনুরোধে সাড়া দিয়ে দ্য সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার ১৪ নভেম্বর ওই আরোগ্য ভবনে একটি নতুন এক্সরে মেশিন স্থাপন করল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ফুয়াদ হালিম এবং দ্য সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টারের কর্ণধার নিবেদিতা আচার্য্য সহ আরও অনেকে।

কালীপুজো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার নব যুবক সংঘ, কলেজ স্ট্রিটের সম্মিলিত শ্রী শ্রী কালীপুজো, রয়েল ক্লাব, দিগন্ত ব্যায়ামাগার, রাজবল্লভ পাড়ার নবারুণ সংঘ, শোভাবাজারের যুবক সংঘ কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে কৃষ্ণবাগান সার্বজনীন কালীপুজো সমিতি এবং বিশ্বকোষ লেনে বিমান সংঘের কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশবন্ধু পার্কে ৫ নভেম্বর সংবেদনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সমস্ত সদস্যদের কপালে ফোঁটা দেন বোনেরা। সংবেদনের অন্যতম কর্ণধার সুমিত সাহার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভাইফোঁটার উদ্দেশ্য এবং থ্যালাসেমিয়া রোধের কথা বলেন।

গবেষকদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রথম পাতার পর

ডায়াবেটিসের ধরণ ঃ

সাধারণতঃ দু'ধরনের ডায়াবেটিস হয়। টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু। যদি মানুষের শরীর ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে হয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস। এর ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং প্যাংক্রিয়াস-এর কোষকে ধ্বংস করে এবং ইনসুলিন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের ডায়াবেটিস কিন্তু যে কোন বয়সেই হতে পারে।

আবার যদি প্যাংক্রিয়াসের দুর্বলতার কারণে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় না কিন্তু তা ব্যহত হয় তখন বলা হয় টাইপ টু ধরনের ডায়াবেটিস। এই ধরনের অসুখ একটু বেশি বয়সে হয় এবং এই ডায়াবেটিসে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি হয় টাইপ ওয়ানের তুলনায়।

কীভাবে পরীক্ষা করা হয় ডায়াবেটিসের ঃ

ডায়াবেটিসের সন্ধান পেতে গেলে একটু অল্প বয়স থেকেই পরীক্ষা করা উচিত। আবার এই নতুন গবেষণার ফলে অল্প বয়স থেকেই পরীক্ষা করে জেনে নেওয়ার প্রয়োজন বেশি করে মনে হচ্ছে। হিমোগ্লোবিন A1c বা HbA1c পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে শর্করার পরিমাণ চিহ্নিত করা যায়। এটা একটা ৩ মাসের গড় হিসাবে জানা হয়। পরিমাণ ৫.৭% এর মধ্যে হলে কোন মানুষ ডায়াবেটিক নয়। আবার এটা ৬.৫% এর বেশি হলে সেই ব্যক্তি অতিমাত্রায় ডায়াবেটিক। এর মধ্যস্থলে অর্থাৎ ৫.৭% থেকে ৬.৪% এর মধ্যে হলে তাকে ধরা হয় প্রাক-ডায়াবেটিক। এই অবস্থা থেকে ডায়াবেটিক হওয়ার প্রবণতা বেশি। চিকিৎসকের পরামর্শে চলা উচিত তাদের।

অবৈতনিক চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সারা বছর ধরে বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ করে আসছে। সেই কাজের মধ্যে অন্যতম হল অবৈতনিক চিকিৎসা শিবিরের ব্যবস্থা করা। সংগঠনের উদ্যোগে ৯ নভেম্বর সেরাম অডিটোরিয়ামে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে অবৈতনিক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে আগত রোগিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন স্বয়ং ডাঃ ভট্টাচার্য্য।

দ্য ওয়েভ প্রবাহ-এর চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-দ্য ওয়েভ বা প্রবাহ এর সহযোগিতায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৭ নভেম্বর কাশীপুরে একটি অবৈতনিক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে উপস্থিত মানুষদের ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় এবং অস্থিক্ষয় নির্ণয় করার পরীক্ষা করা হয়।

সেরাম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মোদি কেয়ারের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত সকলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

পদ্মা সেতুর উদ্বোধন

বাংলাদেশের সম্পদ পদ্মানদীর ওপর সেতু

ঢাকা-আগামী বছর জুন মাসে কি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে পদ্মা সেতুর? ২২ নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের পরে বাংলাদেশের ক্যাবিনেট সচিব জানিয়েছেন, বৈঠকে সেতুটির নির্মান কাজের খতিয়ান নেওয়া হয়েছে। সেতুটির ৮৭ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এই গতিতে কাজ চললে, আগামী বছরের জুন মাসের শেষের দিকে সেতুটি খুলে দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশকে দু'ভাগ করে রাখা পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে যোগাযোগের জন্য এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে।

বিয়ে করলেন মালালা

বরের সঙ্গে একান্তে মালালা

লন্ডন-বিয়েটা সেরে ফেললেন নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজায়ি। ৯ নভেম্বরে নিজের টুইটার ও ইনস্ট্রাগ্রামে একগুচ্ছ ছবি পোষ্ট করে খবরটি দেন মালালা নিজেই। বরের নাম আসের আলি। তিনি পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের একজন কর্মকর্তা। বিয়ের বিষয়টা মালালা এবং তাঁর হবু বর গোপনে রেখেছিলেন। মালালা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘‘আজ আমার জীবনের এক মূল্যবান দিন। বার্মিংহামের বাড়িতে খুব ছোট্ট করে নিকা অনুষ্ঠান সারলাম আমরা। সবাই আমাদের আশীর্বাদ করবেন।’’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালালার বাবা-মা।

একঘরে দঃ আফ্রিকা

জোহানেসবার্গ-টিকাকরণে সবচেয়ে এগিয়ে ইউরোপ। নতুন স্ট্রেনের দাপটে কাহিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এই নতুন স্ট্রেনে সংক্রমিত হওয়ার প্রথম খবরটি পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এই খবর ছড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশগুলো দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য দরজা বন্ধ করেছে। বিমান যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এই পুরো বিষয়টা বিশ্বের সমস্যা হিসেবে দেখা হোক। দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে আঙুল তুলে এই দেশটাকে আলাদা করাটা ঠিক হবে না।

সাগরপারের

টুকিটাকি

গুগলের ঘোষণা

ওয়াশিংটন-কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে আমেরিকান প্রযুক্তি সংস্থা গুগল। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘জেনারেশন গুগল স্কলারশিপ’। কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওই সম্পর্কিত বিষয়ের যে কোনও ছাত্রীই আবেদন জানাতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন জানাতে হবে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে। নির্বাচিত ছাত্রীরা ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০০০ ডলার স্কলারশিপ পাবেন। স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই অনেকেই আবেদন জানিয়েছেন।

কাবুলে সেনা হাসপাতালে জঙ্গি হামলা

আহত শিশুকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালাচ্ছেন অভিভাবক

কাবুল-প্রথমে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ পরে বন্দুকবাজদের গুলি। জোড়া জঙ্গি হামলায় ফের রক্তাক্ত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। ২ নভেম্বর দুপুরে কাবুলের সেনা হাসপাতালে কমপক্ষে নিহত হয়েছে ১৯ জন। আহত শতাধিক। ১৫ আগস্টের পরে তালিবান আফগানিস্তানের রাজধানী দখল করার পর দেশের নানা শহরে হামলা চালিয়েছে। হতাহতদের মধ্যে সাধারণ আফগান নাগরিকরাও রয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হামলার দায় নিয়েছে আই এস এবং আই এস কে (খোরাসন)। এই ঘটনায় হামলাকারীদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। হাসপাতালের প্রধান ফটকে প্রথমে এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটায়। এরই মাঝে অন্য প্রবেশপথ দিয়ে বন্দুকবাজরা হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে হত্যালীলা চালাতে থাকে।

দূষণ রুখতে পাল্টা দূষণ

রোমের ট্রেভি ফাউন্টেন। G-20 সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে এই ঝরণা দেখতে গিয়েছিলেন বিশ্বের নেতারা। এই ফোয়ারার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে এই ঝরণার জলে কয়েন ফেলার রীতি। সকলে তাই করলেন। দলে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ স্ক্রাব টাইফাস সম্বন্ধে জানতে চাই। *জয়ন্ত সাহা, শিলিগুড়ি*

উঃ এটি একটি অসুখ যার সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হল ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI। এর বাহক (VECTOR) হল TROM BICULID MITE এর লার্জ (CHIGGERS)। এই CHI GGERS বা জঙ্গল এবং গ্রাম্য জায়গায় ইঁদুরজাতীয় প্রাণীদের দেহ থেকে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। মানুষকে CHIGGERS কামড়ালে এই অসুখ হতে পারে।

এই অসুখ প্রধানতঃ হয় কোরিয়া, চীন, ভারত, উত্তর, আধুনিক প্রভৃতি জায়গায়।

CHIGGERS কামড়াবার 6 থেকে 21 দিন পরে (INCU BATION PERIOD) এই অসুখের উপসর্গগুলি দেখা দেয়। যেমন—জ্বর, কাঁপুনি, মাথাব্যথা এবং সারা শরীরের LYMPH NODES ফুলে যাওয়া। কামড়াবার জায়গায় ক্ষতচিহ্ন (ESUHAR) দেখা দেয়। শরীরে র‍্যাশ (RASHES) দেখা দেয়। কাশি হতে পারে। কখনও বা নিউমোনিয়া হয়।

সাংঘাতিক রোগ হলে হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, এবং অবস্থা, পেশীর খিঁচুনি প্রভৃতি হতে পারে। প্লীহা বৃদ্ধি পেতে পারে (SPLENOMEGALY) এবং INTERSTITLAL MYO CARDITIS হতে পারে। চিকিৎসা না হলে জ্বর, দু'সপ্তাহ তার বেশী থাকতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে কমে যায়। চিকিৎসা করলে খুব তাড়াতাড়ি, সাধারণত, ৩৬ ঘন্টার মধ্যে, জ্বর কমে যায়।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) : (১) উপসর্গ থেকে (২) RASH-এর বায়োস্পি থেকে। FLUORO SCENT ANTI BODY STAINING প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। (৩) ACUTE AND CONVALESCENT SEROLOGIC TESTING (৪) PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

চিকিৎসা (Treatment) ডক্সিসাইক্লিন (DOXYCYCINE) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এতে খুব ভালো কাজ হয়।

প্রতিরোধ (Prevention) ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা এবং Insection Spray করার মাধ্যমে এই রোগ থেকে দূরে থাকা যায়।

প্রঃ জিঙ্ক আমাদের শরীরে কি কাজে লাগে? কি কি খাবার থেকে জিঙ্ক পাওয়া যায়?

রীনা চ্যাটার্জি, সল্টলেক

উঃ জিঙ্ক হল একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ (Mineral) যা আমাদের শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন হয়। এটি আমাদের বিভিন্ন উৎসেচকের (Encymes) কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সুস্থ ইমিউন সিস্টেম, ঠিকঠাক ডি এন এ তৈরীর জন্য, শৈশবে, সঠিক বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষত সারাবার জন্য জিঙ্ক দরকার হয়। জিঙ্কটি লিম্ফোসাইটকে (T Lympholytes) উদ্দীপ্ত করে, যা হল আমাদের ইমিউন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জিঙ্কের অভাবে ইমিউন সিস্টেমের কাজ ব্যহত হয়। সর্দিকাশি, ডায়ারিয়া প্রভৃতিতেও জিঙ্ক কার্যকরী বলে দেখা গেছে।

উৎস (Sources) মাংস, বীনস, মাছ, দুগ্ধজাত দ্রব্য (Dairy Products), সামুদ্রিক খাবার, দানাশস্য, রাইস প্রভৃতি।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ১১ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন ৩ থেকে ৮ মিলিগ্রাম।

জিঙ্কের অভাবজনিত কারণে এইসব দেখা দেয়—ক্ষিধে কমে যাওয়া, রক্তাপ্লতা, ক্ষত শুকোতে দেরী হওয়া, বৃদ্ধি কমে যাওয়া, বুদ্ধি কমে যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়া প্রভৃতি। গর্ভাবস্থায় জিঙ্কের অভাব হলে সমস্যা হতে পারে।

আবার বেশীমাত্রায় জিঙ্কও শরীরের ক্ষতি করতে পারে। বেশীমাত্রায় জিঙ্ক থেকে এইসব হতে পারে—বমি, বমিভাব, ক্ষিদে কমে যাওয়া, পেট ব্যথা, মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি।

প্রঃ থ্যালাসেমিয়া রোগ কিভাবে হয়? চিকিৎসা কি? *সুজিত রায়, দমদম*

উঃ থ্যালাসেমিয়া রোগে ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিন তৈরী হয়। যে সব জীব হিমোগ্লোবিনের প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা মিউটেশন থেকে এই রোগ সৃষ্টি হয়। হিমোগ্লোবিনের মধ্যে আলফা চেন, বিটা চেন প্রভৃতি থাকে এবং এগুলির উৎপাদন ব্যাহত হওয়া অনুযায়ী আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

বিটা থ্যালাসেমিয়া সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। এই রোগে বিটা চেনের উৎপাদন কমে যায়। অতিরিক্ত আলফা চেন তৈরী হবার ফলে লোহিত রক্তকণিকা পুরো তৈরি হবার আগেই পূর্বসূরী কোষগুলি অস্থিমজ্জার মধ্যে বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, যাকে হিমোলিসিস বলা হয়।

বিটা থ্যালাসেমিয়া নানারকমের হতে পারে, যেসব---(১) থ্যালাসেমিয়া মেজর---সবচেয়ে সাংঘাতিক রকমের থ্যালাসেমিয়া। (২) থ্যালাসেমিয়া মাইনর—এটি সবচেয়ে মৃদু প্রকার থ্যালাসেমিয়া। (৩) থ্যালাসেমিয়া ইন্টারলিডিয়া-এর প্রকোপ, থ্যালাসেমিয়া মেজর ও মাইনারের মাঝামাঝি।

এই রোগের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করা যায়। যেমন—রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion)। বারবার রক্ত সঞ্চালন করতে হয়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা দশ থেকে বারো শতাংশের মধ্যে রাখতে হয়, যাতে শিশুর সক্রিয়তা বজায় থাকে এবং সঠিক বৃদ্ধি হয়।

বারবার রক্ত সঞ্চালন করলে শরীরে আয়রন অতিরিক্ত পরিমাণে কমে যায়। এছাড়াও, দীর্ঘস্থায়ী রক্তাল্পতার ফলে শরীরে আয়রণ বেশী পরিমাণে শোষিত হয়। এই অতিরিক্ত আয়রন শরীরের নানা জায়গায় জমা হয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে---এই অবস্থাকে হিমোক্রোমাটোসিস বলে। লিভার, হার্ট, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতিতে আয়রন জমা হয়।

এই অতিরিক্ত আয়রন শরীর থেকে বার করার জন্য চিলেমন থেরাপি করতে হয়। ডেসফেরি অক্সালিন নামক পদার্থ চামড়ার নীচে ইনফিউশন করে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

বেশ বড় মাপের ক্ষতি

নির্বাচন বড় বালাই। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কব্জায় রাখতে সময় সময় অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। একবছর ধরে চলা আন্দোলন যা করতে পারে নি, পঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন কি তা করে দেখাল! সাতশো মানুষের মৃত্যুর পরও কোন উচ্চবাচ্য ছিল না। তিন বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতেই দুটি প্রদেশের নির্বাচনের ইস্যুটি উঠে আসছে। ভারতবাসীর স্মরণে নিশ্চয়ই রয়েছে, যতবার এই আইন প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে, কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ থেকে তা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষে বক্তব্য ছিল, এই আইনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মর্য্যাদা জড়িয়ে আছে, ফলে প্রত্যাহার অসম্ভব। দেশের সর্বোচ্চ আদালতও সরকারের অবস্থানকে এতটুকুও নড়াতে পারে নি। গত একবছর ধরে অবস্থানকারীরা প্রবল তাপ, ঠান্ডা, ঝড়-জল, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাস্তায় পড়েছিলেন। দিল্লির সীমান্তগুলোকে সরকার দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছিল। অথচ ভোটের মোহময়ী টানে সরকারের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গেল। রাজনীতিতে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে সকল ক্ষমতাধরের কাছে গণতন্ত্র, প্রশাসনিকতা মূল্যহীন হয়ে পরে। নির্বাচনই তখন একমাত্র মোক্ষ। নির্বাচনী গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলো এই স্বার্থই বহন করে চলে, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। একারণেই ইদানিং অনেক রাজনীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ, যাদের ভালোমন্দ বোঝার জ্ঞান রয়েছে যথেষ্ট, তাঁরা রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকেন। তাঁদের বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশ ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। সোজাসাপ্টা বিষয়গুলোর সহজ সমাধান না করে রাজনৈতিক স্বার্থ বুঝে তা সমাধান করার ফর্মূলা খোঁজে রাজনৈতিক দলগুলো। মানুষের কথা বোঝার এবং শোনার বিষয়টি যে গণতন্ত্রের একটা অভিন্ন শর্ত, সেটা সকল রাজনৈতিক দলগুলোরই মনে রাখা উচিত।

যে তিনটি কৃষিআইন শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হল, কৃষির উন্নতিতে সেগুলোর প্রয়োজনীতা ছিল। ভারতের কৃষি ব্যবস্থা অনেকদিন ধরে অলাভজনক অবস্থায় রয়েছে। বাজারের হাত ধরে সেই করুণ অবস্থার উন্নতি হতে পারত। এই আইনগুলো সেই অবরুদ্ধ দ্বার খুলে খোলা হাওয়াতে ভারতীয় কৃষিকে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু গণতন্ত্রে দেশবাসীর উন্নতিসাধন গায়ের জোরে করা চলে না। বরং দেশবাসীর সম্মতি আদায় করে করতে হয়। বিষয়টি দেশ চালকরা বিলক্ষণ জানেন। সংস্কারের বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য গঠনের প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু সেটা প্রদর্শনের জন্য নয়। কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কৃষকদের গায়ে দেশদ্রোহীতার তকমা লাগানোর প্রচেষ্টা হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের কাছে তা কতটা অবমাননাকর তার বিবেচনা যার যার নিজস্ব, কিন্তু দেশের ক্ষতি হল প্রভূত। কৃষিক্ষেত্রে জরুরি সংস্কার প্রক্রিয়াটি বাধাপ্রাপ্ত হল। তবে এখন কোন পথে অগ্রসর হলে এই জরুরি সংস্কারটি করা সম্ভব তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কারণ দেশবাসীর মঙ্গলটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে সর্বাগ্রে।

আসক্তি

উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমি দেহ নহি, আমি (আত্মা) শরীরের কোন অংশ নহি, আমার শরীর অর্থাৎ আকার নাই, আমি জ্ঞানময়; যিনি ইহা স্থিররূপে বুঝিয়াছেন, তিনি মুক্তিবিষয়ে অবস্থান পূর্ব্বক কৃত ও অকৃত নিখিল কার্য্যসমূহে মনোযোগ করেন না। যিনি ব্রহ্ম হইতে গুল্মাদি নিখিল বস্তুতেই আমি (আত্মা) আহি, এইরূপ বুঝিয়াছেন, সেই মহাপুরুষই বিকল্পরহিত, পবিত্র, শান্ত এবং প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত সকল বিষয়েই আনন্দিত থাকেন। যে পুরুষ এই নানারূপ আশ্চর্য্য দ্রব্যনিচয়ে পরিবেষ্টিত বিশ্ব কিছুই নহে ইহা নিশ্চয় বিদিত আছেন, তিনিই কামনারহিত ও পূর্ণবিকসিত এবং তিনিই সংসারকে অনিত্য রোধ করতঃ শান্তিলাভ করিয়াছেন। আমি কখনই কোনরূপ শারীরিক কার্য্যে লিপ্ত নহি, সুতরাং জপাদি কার্য্যেও অনাসক্ত; অতএব চিত্তের ব্যাপাররূপ চিন্তাবিষয়ের আমি সর্ব্বব্যাপারবিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। আমার রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ, শব্দ এই পঞ্চবিধ গুণের প্রতি আসক্তি না থাকায় এবং এবং আত্মা অদশনীয়, সুতরাং তাহার ধ্যানাদি অসম্ভব, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় আমার মন অচঞ্চল ও একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব আমি ব্যাপারবিহিত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আত্মাতে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অনর্থক অভ্যাস থাকিলেই তাহা নিবারণের জন্য সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হয়, এইরূপ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছি, অতএব কর্ত্তৃত্বাদি অধ্যাস-নিরাসের নিমিত্ত আমার সমাধি অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই, অতএব আমি ব্যাপারহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছি।

ইন্দিরা গান্ধী — আমার দাদু একবার আমাকে বলেছিলেন, দুই ধরনের লোক রয়েছে। এক যাঁরা কাজ করেন এবং দুই যাঁরা কৃতিত্ব দেন। তিনি আমাকে প্রথম দলে থাকার চেষ্টা করতে বলেছিলেন। কারণ সেখানে প্রতিযোগিতা অনেক কম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়।

মাসতামামি

১ ডিসেম্বর — বিশ্ব এইডস্ দিবস

২ ডিসেম্বর — পাকিস্তানে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন বেনজির ভুট্টো ১৯৮৮
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৮৪
কিউবার প্রেসিডেন্ট হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৬

৩ ডিসেম্বর — ইন্দো-পাক যুদ্ধ শুরু ১৯৭১
মহাজ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্ম ১৮৬৪
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোসের জন্ম ১৮৮৯

৪ ডিসেম্বর — সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন ভাইসরয় লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯
ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮

৫ ডিসেম্বর — কার্টুন ছবি নির্মাতা ওয়াল্ট ডিজনির জন্ম ১৯০১

৬ ডিসেম্বর — বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৯১১
বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হল ১৯৯২
ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল ১৯৭১

৭ ডিসেম্বর — প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ এল কলকাতায় ১৮২৫
সরকারি স্তরে প্রথম বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি ১৮৫৬
বাংলাতে ন্যাশানাল থিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৮৭২

৮ ডিসেম্বর — নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের জন্ম ১৯০০
রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করল বিনয়, বাদল, দীনেশ ১৯৩০
বাঘা যতীনের জন্ম ১৮৭৯

৯ ডিসেম্বর — আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস

১০ ডিসেম্বর — বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
নোবেল পুরস্কার চালু হল ১৯০১

১১ ডিসেম্বর — গ্র্যান্ড মাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দের জন্ম ১৯৬৯
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৫

১২ ডিসেম্বর — লেখক মুলকরাজ আনন্দের জন্ম ১৯০৫
হাওড়া ও শেওড়াফুলির মধ্যে প্রথম বিদ্যুতচালিত ট্রেন চলাচল শুরু হল ১৯৫৭

১৩ ডিসেম্বর — লোকসভায় জঙ্গী আক্রমণ ২০০১
সাদ্দাম হোসেন টিকরিতে ধরা পড়লেন মার্কিন সেনাদের হাতে ২০০৩

১৪ ডিসেম্বর — ১৯১৮ সালে ব্রিটেনের নির্বাচনে এই প্রথম মহিলারা ভোট দিলেন ১৯১৮

১৫ ডিসেম্বর — শুক্রে পৌঁছল সোভিয়েত রকেট ভেনেরা-৭ ১৯৭০
ভারতের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণ ১৯৫০

১৬ ডিসেম্বর — বাংলাদেশে ভারতীয় সেনার কাছে পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণ ১৯৭১
লুডউইগ ভ্যান বিটোভনের জন্ম ১৭৭০

১৭ ডিসেম্বর — রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ বানালেন ১৯০৩

১৮ ডিসেম্বর — গোয়া, দমন ও দিউয়ের পর্তুগীজ শাসন মুক্ত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু ১৯৬৯

১৯ ডিসেম্বর — কালাজ্বরের টিকা আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ইমপিচ করা হল ১৯৭৮
ভারত-চিন-যুদ্ধ শুরু ১৯৪৩

২০ ডিসেম্বর — ডঃ রজনীপাম দত্তের প্রয়াণ ১৯৭৪
নৃত্যশিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির জন্ম ১৯৪০

২১ ডিসেম্বর — ভারত থেকে প্রথম লেনিন শান্তি পুরস্কার পেলেন সইফুদ্দিন কিচলু ১৯৫২

২২ ডিসেম্বর — গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজের জন্ম ১৮৮৭
মা সারদা দেবীর জন্ম ১৮৫৩

২৩ ডিসেম্বর — সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন মিখাইল গর্বাচভ ১৯৯১
রাইখস্ট্যাগে অগ্নিকাণ্ডের মামলা থেকে মুক্তি পেলেন ডিমিত্রভ ১৯৩৩
প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করলেন জে হার্ডওয়েল হ্যারিসন এবং যোসেফ মুরে ১৯৫৪

২৪ ডিসেম্বর — প্রথম মেডিকেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ১৮৯৪
কোচিনে মারা গেলেন ভাস্কো দা-গামা ১৫২৪
ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে আফগানিস্তানের কন্দহরে নিয়ে যাওয়া হল ১৯৯৯

২৫ ডিসেম্বর — স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম ১৬৪৩
মহঃ আলি জিন্নার জন্ম ১৮৭৬

২৬ ডিসেম্বর — মাও সেতুং-এর জন্ম ১৮৯৩
সুনামি ২০০৪
রেডিয়ামকে পৃথকীকরণ করার কথা ঘোষণা করলেন মেরি কুরি ও পিয়েরে কুরি ১৮৯৮
মুঘল সম্রাট বাবরের প্রয়াণ ১৫৩০

২৭ ডিসেম্বর — বেনজির ভুট্টোকে হত্যা ২০০৭
উর্দু কবি মির্জা গালিবের জন্ম ১৭৯৭

২৮ ডিসেম্বর — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫
শিল্পপতি রতন টাটার জন্ম ১৯৩৭

২৯ ডিসেম্বর — দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের উদ্বোধন ১৯৫৯
কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ শুরু ১৯৭২

৩০ ডিসেম্বর — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেন খুন হন ১৯৭০
ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা ১৯০৬
সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসি ২০০৬

৩১ ডিসেম্বর — একইসঙ্গে নীল চাঁদ এবং চন্দ্রগ্রহণ হল ১৯৫৯
আলিপুর চিড়িয়াখানা চালু হল ১৮৭৫
কবি জসিমউদ্দিনের জন্ম ১৯০৪
বিংশ শতাব্দীর এবং দু'সহস্র বছরের শেষ দিন ২০০০
কোভিড ১৯ টিকা ব্যবহার করার জন্য জরুরি নির্দেশ দিল হু ২০২০

এখানেই থামা নয়, যেতে হবে আরও বহু পথ

নিজস্ব প্রতিনিধি-সংসদে পাশ হয়ে যাওয়া (পাশ করিয়ে নেওয়া) ১৪ মাস পরে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করেছে। এই ঘটনার পেছনে অনেকে অনেক অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সব অর্থের আগে একটা নির্মম সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, শঙ্খ ঘোষের ভাষায় বলতে হয়, 'প্রতাপ-অন্ধতার—নতিস্বীকার'। এই রিট্রিট-এর যত হিসেব থাকুক না কেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়, একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। যদিও পরাজয়ের স্বীকার করার মধ্যেও অনেক সময় কিছু কৌশল থাকে। নির্মল বিবেককে সাক্ষী রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষকদের একাংশকে এই তিন আইনের গুণ বোঝাতে পারেন নি বলেই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিলেন'। আসলে গণতন্ত্রের মূলকথা হল, রাষ্ট্র যত দাপটই দেখাক, শেষ পর্যন্ত সে শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

শৈশবকাল থেকে শুনে এসেছি আনন্দে হাসতে হয়, মন খুশি খুশি থাকে। কিন্তু গুরু নানকের জন্মদিনে কৃষি আইন বাতিল হওয়ার খবরে দেশ সুদ্ধ লোকের মনে অনাবিল ও বিরল আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। অনাবিল এই কারণে, প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে, 'বোঝাতে পারিনি', 'ফিরিয়ে নিচ্ছি', 'ভালোই তো চেয়েছিলাম', 'ক্ষমা চাইছি'। এটাই তো গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন। কোন হিসেবে একে বাঁধা দেওয়া যেতে পারে।

দেশের প্রতিবাদী কৃষকদের অকুণ্ঠ অভিবাদন না জানালেই নয়। রোদ, জল, বৃষ্টি, পুলিসি অত্যাচার সয়ে এক বছর ধরে যে দৃঢ় মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা, আমরা যেন তার মূল্য দিতে এতটুকু কার্পণ্যবোধ না করি। দিল্লির সীমান্তে এই কৃষক সমাবেশের শুরুর সময় থেকে ছলে বলে কৌশলে এই আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার অনেক চেষ্টা চলেছে তা সকলেরই জানা। আন্দোলনকারীরা প্রচণ্ড শীত, তীব্র গ্রীষ্মের দাবদাহ সহ্য করে অবস্থান চালিয়ে গেছেন, একবছরে প্রায় সাতশো প্রাণহানি হয়েছে। আক্রমণ হয়েছে নতুন নতুন কায়দায়। অপবাদ ও কুৎসা ছড়ানো হয়েছে চারিদিকে কিন্তু আন্দোলনের গায়ে তার এতটুকু আঁচ লাগেনি বরং সমৃদ্ধি বেড়েছে, বেড়েছে প্রতিজ্ঞা। কখনও কখনও মনে হয়েছে আন্দোলনের অবস্থা টলমল, এই বুঝি ভেঙে যায়, কিন্তু না। সমস্ত আশঙ্কা কেটে গিয়ে নতুন উদ্যমে নতুন সংহতির পথ উদ্ভাসিত হয়েছে সকলের সামনে। একটা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে গেলে সেই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের যে যে গুণগুলো থাকা প্রয়োজন, তা সবই ছিল। এই আন্দোলনের পদ্ধতি সঠিক ছিল বলেই নেতৃবৃন্দের অভ্যন্তরে কোন ফাটল দেখা যায় নি। মনে রাখা প্রয়োজন যারা এই আন্দোলনে ছিলেন, তাঁরা হলেন দেশের কয়েকটি অঞ্চলের সম্পন্ন কৃষকরা। ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী, খেতমজুরদের স্বার্থের সঙ্গে এই সম্পন্ন কৃষকদের স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। অথচ এই আন্দোলন এই দুই বিপরীত মেরুর বিকর্ষণের বদলে আকর্ষণের পথটাকেই বেছে নিয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্পর্ধা এভাবেই বেড়ে চলে, যা কিছুদিন আগে আমরা এই রাজ্যে দেখেছি।

এখন শুধু আনন্দ নয়, কর্তব্যও রয়েছে অনেক। প্রতিবাদী কৃষকরা এই আইন বাতিল ঘোষণার সাথে সাথেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং অনেক দাবি এখনও মেটেনি। সেকারণেই আন্দোলন প্রত্যাহার করার কোন প্রশ্নই উঠছে না। এবার এই আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য একটা অসুরীয় চাপ আসবে আর সেই চাপের মধ্যে নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকতে পারবেন কি না কৃষকরা, তা ভবিষ্যৎ বলবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরকম আন্দোলনই সঠিক দিশা দেখাতে পারে। আন্দোলন করার অনেক উপলক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে। সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন, শ্রমআইন বদল, প্রকৃতি পরিবেশ দূষণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। প্রতিবাদ দমনের উদ্দেশ্যে নতুন আইনপ্রণয়ন, দারিদ্র, অপুষ্টি, অ-শিক্ষা, বেকারত্ব ইত্যাদি। সবক্ষেত্রেই একটা অহিংস এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার জমি প্রস্তুত করতে হয়।

আমজনতার মনে হতে পারে এই পশ্চাদপসরণ হয়তো শাসকদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এবার তাঁরা আত্ম সংশোধনের পথে হাঁটবেন। তবে একটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের আসন্ন নির্বাচন এখানে একটা ফ্যাক্টর। এই পিছু হঠার ফসল তোলার চেষ্টা চলবে। ইতিমধ্যেই বাজারে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। নাগরিকের সুখ-দুঃখ মাপার চেষ্টা চলছে। এই দু'রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে আগামীদিনের কৃষকদের ভবিষ্যৎ। রাজনীতিতে একটা বহু চলতি ফর্মুলা রয়েছে—দু'কদম আগে, এক কদম পিছে। এই কৃষক আন্দোলনের পিছিয়ে আসাটা সেই পুরনো ফর্মুলার পরিপূরক নয় তো। কৃষক আন্দোলনের এই জয়ে বেড়েছে গণতন্ত্রের পুষ্টি। গণতন্ত্রের সার্বিক বিকাশ এখনও অনেক বাকি। এখানেই থামলে চলবে না যেতে হবে আরও বহু পথ।

ভারতের অর্থ ব্যবস্থায় বাড়ছে সংগঠিত ক্ষেত্র, স্থায়ী হতে পারে মুদ্রাস্ফীতি

কিশোরকুমার বিশ্বাস

অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন একটা দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রের অংশ বাড়তে থাকে। অসংগঠিত ক্ষেত্র কী? এটা হল ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন কিছু উৎপাদন করার ব্যবস্থা। এই ক্ষেত্রটা ব্যক্তি বা পরিবারের অংশ থেকে কোনোভাবে আলাদা নয়। ওই ক্ষেত্রের আলাদা কোনও হিসাবপত্র রাখার ব্যবস্থা থাকে না। আলাদাভাবে ওই কারবারের কোন রেজিস্ট্রেশন থাকে না। কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আলাদা কোনও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা, যেমন—প্রভিডেন্ট ফান্ড বা স্বাস্থ্য বীমা জাতীয় কিছু সুযোগ থাকে না।

ভারতে ২০১৭-১৮ সালের হিসাবই এই বিষয়ে সবচেয়ে নতুন তথ্য। সেই অনুযায়ী দেশের জাতীয় আয় (জিডিপি) এর ৫২% উৎপাদন করে অসংগঠিত ক্ষেত্র। কিন্তু দেশের মোট কাজ করা লোকের ৮২ শতাংশই কাজ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সম্ভবতঃ ভারতের মতো অন্য কোনও দেশের কাজ করা মানুষের এত বড় অসংগঠিত ক্ষেত্র নেই। প্রায় সমগ্র কৃষিক্ষেত্রই অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় যেখানে দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ যুক্ত। এছাড়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করা মানুষ, হকার, কৃষি, ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিরাট অংশই এই ক্ষেত্রের অধীন। অবশ্য কিছু কিছু মানুষ আছেন যাদের প্রফেশনাল ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারাও অবশ্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত।

অসংগঠিত ক্ষেত্র অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন আগে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (SBI)-এর গবেষণায় উঠে এসেছে যে কোভিডের সময় লকডাউন চলাকালে সংগঠিত ক্ষেত্রের কলেবর অনেক কমে গেছে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায়। এখন এই ক্ষেত্র জাতীয় আয়ের মাত্র ২০-২৫% উৎপাদন করছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে তাতে কিছু সময়ের মধ্যে সরকারী অর্থ সাহায্য অর্থাৎ ঋণ পাওয়ার বিরাট সুযোগ পেয়েছেন কৃষকরা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। প্রায় ৪-৫ লক্ষ কোটি টাকা। তাই তা পেতে গেলে বিশেষভাবে ব্যাঙ্কের একাউন্ট খোলার মাধ্যমেই তা হয়েছে। তাই বড় অংশের কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বহু মানুষই আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে থাকছে না।

তবে কী দেশের ভালই হল?

এটা ঠিক যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বড় অংশেরই কোনও আর্থিক, স্বাস্থ্য বিষয়ক বা শ্রমের নিয়মনীতির রক্ষাকবচ নেই। তাদের কাজকর্ম, জীবনযাপন ভীষণভাবে বিপদ সঙ্কুল। সংগঠিত ক্ষেত্র কিন্তু তুলনায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পায়। তাই কি আমরা ধরে নিতে পারি অসংগঠিত ক্ষেত্র কমে যাওয়ায় দেশের বহু মানুষ তার কাজে এবং জীবন-জীবিকার কিছু সুরক্ষা পেয়ে গেল? বহু অর্থনীতিবিদ মনে করছেন তেমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। কেবল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বল্প সুদে সরকারি ঋণ পেলেই ব্যবস্থার বিরাট বদল হয় না। ঋণ বাড়লে কাজে, জীবনে ঝুঁকিও বাড়বে। তাই এই পরিবর্তন আসলে তেমন কিছু পরিবর্তনই নয়। খবরে প্রকাশ এই গবেষণায় যুক্ত কিছু আধিকারিকও তাই মনে করেন। তারাও মনে করেন কেবল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দিক দিয়ে দেখলেই একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। আসল পরিবর্তনের অনেক দেরি।

সত্যই কিন্তু জাতীয় আয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে

এস বি আই-এর গবেষণার ফলে কিন্তু অনেকেই অবাক হয়নি। কারণ অতিমারির শুরু থেকেই বলা হচ্ছিল এই সময়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্র বিশেষ করে অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্র। তারা বিশেষ কোন সুযোগই পায়নি কারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। উপরন্তু তাদের যা টাকা পয়সা ছিল ওই সময়ে জীবনযাপন করতেই খরচ হয়ে গেছে। বহু উৎপাদন ক্ষেত্র বন্ধ হয়ে গেছে বা একেবারে ছোট হয়ে গেছে। অনেক মানুষ বেকার হয়ে কৃষি শ্রমিক বা দিন মজুর বনে গেছে। তাই এস বি আই-এর গবেষণা কোন নতুন খবর দিতে পেরেছে বলে অনেকেই মনে করেন না।

সংগঠিত তুলনায় বেশি উৎপাদন করলেও কাজের সুযোগ বাড়াতে পারে নি

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানেই। জাতীয় উৎপাদনে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান কোভিড কালে নেমে এসেছে প্রায় ২০ শতাংশে। আগে 2017-18 সালে যা ছিল ৫০ শতাংশেরও বেশি। তবে এটা কি সাময়িক পরিবর্তন? দিন কি আবার ফিরবে? যখন অসংগঠিত ক্ষেত্র আবার উৎপাদন শুরু করতে পারবে। এটা কি একটা ভালর দিকে পরিবর্তন?

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংগঠিত ক্ষেত্রে কিন্তু নিয়োগের সুযোগ বাড়েনি, বরঞ্চ কমেছে। তাই একটা দুশ্চিন্তা বাড়ছে অর্থনীতিবিদদের। যদি এত অল্পসংখ্যক মানুষকে নিয়োগ করে সংগঠিত ক্ষেত্র এত বেশি উৎপাদন করে তবে তা দীর্ঘদিন এভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এতে উৎপাদন সংস্থাও ভাল চলবে না এবং নিয়োগ সংকুচিত হলে মার খাবে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা। বাজার ছোট হবে। উৎপাদন কমে যেতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি স্থায়ী হচ্ছে

গত অক্টোবর মাসের পাইকারী মূল্যসূচক ১২.৫ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি গত সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ১২.৫ শতাংশ বেশী। এই অক্টোবরের মুদ্রাস্ফীতি গত ৫ মাসের মধে সর্বাধিক। অর্থব্যবস্থায় শঙ্কা বাড়াচ্ছে এই মুদ্রাস্ফীতি। অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে এটা আরো কষ্টকর কারণ সাধারণ মানুষের আয় কমেছে। দেশের আয়ও অর্থাৎ জি ডি পি-র বৃদ্ধির হার বেশ কম। গত সেপ্টেম্বরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১০.৬ শতাংশ, আগস্টে ১১.৬ শতাংশ।

কেন মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে?

প্রথমত খনিজ তেলের দাম বেশি আন্তর্জাতিক বাজারে। সাময়িকভাবে বিশ্ব বাজারে কিছু কমলেও দেশে তার প্রতিফলন চোখে পড়ছে না। এছাড়া তেলের উপর উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয়কর, সেস প্রভৃতি মিলে তেলের দাম দেশের বাজারে অত্যন্ত বেশি।

এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশেই মুদ্রাস্ফীতি অনেক বেশি। আমেরিকায় গত ৩ বছরের মধ্যে এ বছর মুদ্রাস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি। আর্জেন্টিনায় এখন এই হার ৫০ শতাংশ।

স্ট্যাগফ্লেশন-এর ভয় সর্বত্র

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়বৃদ্ধির হার কম অথচ মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি। এমতাবস্থায় উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও তা হচ্ছে না। এটাই দুশ্চিন্তার কারণ। চটজলদি মুদ্রাস্ফীতি কমার সুযোগ নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ফলে কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে সরকারকেই।

পেট্রো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে শেয়ার বাজারে ভাঁটা

জীবন চন্দ্র পাইন

গত ৪ নভেম্বর গুজরাটে নববর্ষ ভালোই হল। 'সম্বদ ২০৭৮'। মুহরত trading (কালী পুজোর রাতে এক ঘণ্টার শুভ trading)-এ sensex ৩০০ পয়েন্ট বেড়ে ৬০ হাজার পার করেছে। যা আগামীদিনের ভাল লক্ষণ।

তেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি বাজারকে এবং অর্থনীতিকে শঙ্কায় রেখেছে। বিনিয়োগকারীদের চিন্তার কারণ। এর ফলে বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারবে না। মাত্র ১ টাকা শুল্ক কমলে বছরে সরকারের ১৪০০ কোটি টাকা লোকসান হয়। এই দাম বৃদ্ধির ফলে রং, খনন ও পরিবহনের মতো তৈল ব্যবহারকারী শিল্পের এবং শেয়ারের দাম বিপাকে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি মাথা তোলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কগুলি কোভিড খাতে ত্রাণ বন্ধ করার কথা ভাবছে। যার ফলে বাজারে নগদের জোগান কমবে। ডিসেম্বরে Reserve Bank -এর ঋণনীতি কমিটি রিভার্স রেপো রেট (যে হারে RBI অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়) ৩.৩৫% থেকে বাড়াতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে। আরও একটি আশঙ্কার খবর। আমেরিকার খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ৩১ বছরে সর্বোচ্চ ৬.২%। মূল্যবৃদ্ধির খবর চিন থেকেও আসছে। এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে সুদ বাড়ার পরিস্থিতি তৈরি করে, যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে সূচকের পতন বৃদ্ধি ঘটবে। ভারতের মূল্যবৃদ্ধির সূচক (সেপ্টেম্বর, ২১) ৪.৩৫ থেকে ৪.৪৮ শতাংশ। অপরপক্ষে উদ্বেগ বাড়িয়েছে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির (সেপ্টেম্বর, ২১) হার অনেকটা কমেছে। ১১.৯ শতাংশ থেকে ৩.১ শতাংশ। আবাসন শিল্পের ক্ষেত্রে একটা চিন্তার বার্তা এসেছে। সেটা পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি। কাঁচামালের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত একবছরে প্রায় ১২ শতাংশ বেড়েছে কাঁচামালের দাম।

আগে নিয়ম ছিল পরপর তিন বছর Profit না দেখতে পারলে সেই কোম্পানিকে Public Issue-এর অনুমতি দেওয়া হবে না। সে নিয়ম এখন তুলে দিয়েছে। শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ দেখে তবেই IPO-এর অনুমতি দেওয়া হত। Mutual Fund -এর সংস্থারা Public-এর কাছ থেকে টাকা নিয়েই তো ব্যবসা করে, তারা তো এই Loss তাদের বিনিয়োগকারীদের উপরই চাপাবে। 2010 সালে 'Coal India', 'IPO'তে লগ্নীকারীরা এইভাবে ধাক্কা খেয়েছিল। আগামী Public Issue তে টাকা লাগানোর আগে দু'বার ভাববেন। তারপর তার আর্থিক অবস্থা ভালো করে যাচাই করে তবে Invest করবেন।

তবে তারমধ্যেও কিছু আশার আলো হল, ত্রৈমাসিক বিভিন্ন কোম্পানির কিছু ভালো খবর এবং ভালো বর্ষা হওয়ায় ফলন ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে। যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। পরিষেবা সূচক (SERVICE SECTOR INDEX) একলাফে 58.4 বেড়েছে। (যা ছিল 55.3 গতবারে) এটা ভালো দিক।

অক্টোবরে GST 1.30 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। যা GST চালু হওয়ার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এটা আর্থিক অবস্থার ভালো লক্ষণ। ত্রৈমাসিকের ভাল ফল অনুযায়ী নিচের শেয়ারগুলোর দিকে নজর রাখুন ও বিনিয়োগের ভাবনাচিন্তাও রাখবেন। বাজারের correction-এ নেওয়ার কথা ভাববেন।

1. Green Tech— দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (y to y) Net Profit ৫ লাখ থেকে 620% বেড়ে 3.6 কোটিতে এসেছে। আয় 2.92 কোটি থেকে বেড়ে (418%) 15.12 কোটিতে গেছে। ভালো রেজাল্ট। বর্তমান দাম 650.00। দীর্ঘমেয়াদে (Long term) বাজার পড়লে নজর দিতে পারেন।

Shyam Metalic—দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (y to y) রেজাল্টে বিক্রি ১৪০ শতাংশ বেড়ে ২৬০.৩ কোটি থেকে ৬২৪.০৩ কোটিতে গেছে। Net Profit ১.৫৯ শতাংশ বেড়ে ১৫৯.৭ কোটি থেকে ৪১৪ কোটিতে পৌঁছেছে। বর্তমান দাম ৩৫৯ টাকা। দাম কমলে নেবার কথা ভাববেন।

Hind Copper—বর্তমান ১৩৩.১০। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৯ কোটি থেকে (৬৫৫% বৃদ্ধি) ৬৮ কোটি Net Profit এবং আয় ৫৭% বেড়ে ২৯৫ কোটি থেকে ৪৬৪ কোটিতে পৌঁছেছে। নজর থাকবে।

Manali Petro—আয় ২১৬.৭ কোটি টাকা থেকে ৪৩৬ কোটিতে (১০১%) আর Net Profit ২০.৪ কোটি থেকে ১১৭.৩ কোটিতে (464%) বৃদ্ধি পেয়েছে। নেয়ার কথা ভাবতে পারেন।

Zomato Ltd—একটু পরলে নেবার কথা ভাববেন। বাজারে IPO থেকে টাকা তোলার প্রধান কারণ নিজেরা হোটেল তৈরি করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এরা নিজেদের খাদ্য পরিবেশন করবে। ফলে আগামীতে এদের কর্মকাণ্ড বিশাল আকার নেবে। যার জন্য Morganstanley এটাকে নিকট ভবিষ্যতে 185 টাকা এবং Goldman Seck 195 টাকার target দিচ্ছে। নজরে রাখুন ভাল ভবিষ্যত।

Grasim—চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (y to y) গ্রাসিমের Net Profit (179.7%) বেড়ে 350 কোটি থেকে 979 কোটিতে গেছে। খুব ভালো সংকেত। আয় বেড়েছে 66.6% (4933 কোটি টাকা)। নিজের Port follio তে রাখার মত শেয়ার।

Info Edge (ইনফো এজ)—দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (Q to Q) -এ Net Profit 8173.3% বেড়ে 101 কোটি থেকে 8356 কোটিতে পৌঁছেছে। আয় 10% বেড়ে হয়েছে 352 কোটি টাকা। বর্তমান দাম 6406.50 টাকা। মধ্যমেয়াদে বা দীর্ঘমেয়াদে রাখতে পারেন। তবে বাজার একটু বাড়লে নেবেন।

J & K Bank—(Jammu & Kashmir Bank) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (y to y) নীট মুনাফা 182% বৃদ্ধি পেয়েছে। 38 কোটি টাকা থেকে 107 কোটি টাকা হয়েছে। ধীরে ধীরে এই ব্যাঙ্ক এগোচ্ছে। নজরে রাখুন।

এছাড়াও ভালো ফল করেছে SBI (State Bank of India)। Net Profit 4574 কোটি থেকে 7626 কোটি টাকা হয়েছে।

HDFC—এর নীটমুনাফা 32% বেড়ে 2870 কোটি থেকে 3780 কোটি টাকায় গেছে। মোটামুটি এই পর্যন্ত। নজর রাখুন। আগামীদিনে আরও ভাল খবর পাবেন।

মতামত নিজস্ব

নোবেল শান্তি পুরস্কার, ইতিহাস গড়ল দুষ্টু সাংবাদিকদ্বয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-২০২১-এর শান্তি নোবেল পুরস্কার পেলেন দু'জন বিশিষ্ট সাংবাদিক। একজন ফিলিপিন্স-এর ম্যারিয়া রেসা (Maria Ressa) এবং অন্যজন হলেন রাশিয়ার ডিমিত্রি মুরাটভ (Dimitry Muratov)। এই প্রথম কোন সাংবাদিক নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন। নোবেল কমিটির লিটেশনে বলা হয়েছে "for thou courageous fight for freedom of expression"-র জন্য এই দুই সাংবাদিককে ২০২১ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

এই দুইজন সাংবাদিকই নিজেদের দেশে স্বাধীনভাবে দুটি সংবাদ সংস্থা চালাতেন। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন কর্তৃত্ববাদী দল শাসন ক্ষমতায়। তাই বিভিন্ন ভুল বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী কর্থাবার্তার পরিবেশে সাংবাদিকতার মান নিম্নগামী। সঠিক তথ্য তুলে ধরে দেশের মানুষকে সঠিক তথ্য তুলে ধরা এখন অনেক দেশেই খুব কঠিন কাজ। এই দুই সাংবাদিক নিজেদের দেশে এরকম কাজই করে গেছেন যাতে করে বিভিন্ন বাধা, হুমকি, এমনকী মৃত্যুর ভয় দেখানো সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন তথ্য মানুষকে পরিবেশন করতে পিছিয়ে যায়নি। তাই জন্যই নোবেল কমিটির এই পুরস্কার পেলেন দু'জন সাংবাদিক। নোবেল কমিটির মতে এই দুইজন সাংবাদিক বিশ্বের সমস্ত সাংবাদিকদেরই প্রতিনিধি—যাঁরা তাদের আদর্শের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে এমন এক বিশ্বে যেখানে বেশি বেশি করে গণতন্ত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। আরো বলা হয়েছে জনগণকে সচেতন রাখার জন্য কথা বলার অধিকার এবং তথ্য জানার অধিকার অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব কমাতে ও গণতন্ত্র কমাতে এই দুই জিনিসের প্রয়োজন অধিক।

কারা হলেন ম্যারিয়া রেসা এবং ডিমিত্রি মুরাটভ?

ম্যারিয়া রেসা ২০১২ সালে যৌথভাবে র‍্যাপলার (Rappler) নামে এক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেন। নোবেল কমিটি দেখেছে ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতি রড্রিগো দুতার্তের (Rodrigo Duterte) সময়ে কীভাবে কুশাসন সেই দেশে মাদক কারবারী, খুব সহ অন্যান্য বহু প্রশাসনিক বিতর্ক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল তার অনেকটাই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই রেসা। ওই সময় মানুষ খুন বেশি বড় আকার নিয়েছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল দুতার্তে নিজের দেশের মানুষের সঙ্গেই যুদ্ধে নেমেছেন। রেসার র‍্যাপলার সংগঠনটি মিথ্যা সংবাদ এবং বিরোধী দলের উপর অত্যাচারিত ভালভাবে প্রকাশ করেছে জনগণের কাছে।

২০২১-এ ফিলিপিন্স সংবাদের স্বাধীনতার সূচকে ১৮০ দেশের মধ্যে ১৩৪। অবশ্য ভারতের স্থান এই সূচকে আরো নিচে ১৪২-এ।

মুরাটভও ওই একই ধরনের কাজ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে অনেকে মিলে তাঁরা তৈরি করেছিলেন নোভাজা গ্যাজেটা। মুরাটভ ২০০৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ফ্রিডম পুরস্কার পেয়েছিলেন।

প্রিয় সম্পাদক

পরাজয় বাইরে, অভ্যন্তরে

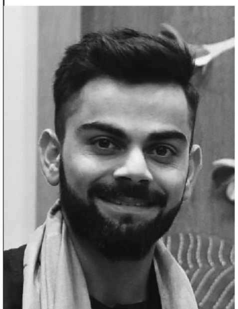

নেতৃত্বের দায়

টি ২০ বিশ্বকাপের আগে বিরাট কোহলি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই ফর্মাটে তাঁর অধিনায়কত্ব করার ইচ্ছে নেই। মূলকথাটা হল যদি বিরাট জানাতেন যে, টি ২০ বিশ্বকাপ, একদিনের ম্যাচ, টেস্ট থেকেও তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এবারের টি ২০ বিশ্বকাপটা আমরা জিততে পারব না। হয়েছেও তাই। দেশের একজন ক্রিকেট প্রেমী হয়ে বলতে চাই, ভারত এই আই সি সি টুর্ণামেন্ট এবং টি ২০ বিশ্বকাপে কেন হারল, তার কিছু কারণ (ক) ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের রোজগারের আশা ও নেশা অনেক বেশি সেকারণেই যতটা আই পি এলকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ততটা আই সি সি টুর্ণামেন্টগুলোকে দেওয়া হচ্ছে না। (খ) বিদায়ী কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কোহলির একটা সুসম্পর্ক আছে ফলে অনেক কিছুই অধিনায়কের কথাই গুরুত্ব পেয়েছে। (গ) রবি শাস্ত্রীকে দ্বিতীয়বারের জন্য কোচের দায়িত্ব দেওয়াটা মনে হয় ঠিক হয়নি। (ঘ) অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন নিউজিল্যান্ড ম্যাচে রোহিত শর্মাকে আবডালে রাখা হয়েছিল। কেন? (ঙ) নিউজিল্যান্ডের কাছে পরাজয়ের পর অধিনায়ক মন্তব্য করেছিলেন, 'যথেষ্ট সাহসী হতে পারিনি আমরা।' একথার ফলে দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের মনোবলে চিড় ধরতে বাধ্য।

আমরা তাকিয়ে আছি নতুন অধিনায়ক এবং নতুন কোচের অধীনে ভারতীয় দল কতটা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

তপন দাস, ব্যারাকপুর

দারুণ উত্তর

অজস্র রেকর্ডের অধিকারী বিরাট কোহলি। ২২ গজে অনেকবার ঝলসে উঠেছেন। কোথায় গিয়ে থামবেন কেউ জানে না। দলকে সঠিক নেতৃত্ব দেন। অসাধারণ মানুষ তিনি। সতীর্থদের পাশে থাকেন সবসময়। একজন আদর্শ এবং প্রকৃত অধিনায়ক হিসেবে আমরা এমনটাই চাই। পাকিস্তানের কাছে প্রথম ম্যাচে হেরে

যাওয়ার পর সর্বত্র নিন্দার ঝড়। এরই মধ্যে বেছে নেওয়া হল মহম্মদ সামিকে। অনেকে আবার সামির ধর্ম পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুরু করলেন। রুখে দাঁড়ালেন বিরাট কোহলি। যোগ্য জবাব দিলেন। মাঠে সেদিন হেরে যাওয়ার পর পাক ক্রিকেটার রিজওয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন বিরাট। ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সম্মান জানিয়ে সেদিন মাঠে বিরাট কোহলি যে দৃশ্য দেখালেন, তাতে দেশের সম্মান বেড়েছে বিশ্বের দরবারে। এই জিনিসটারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এখনকার সময়ে। বিষয়টা সবার বোঝা উচিত। অভিনন্দন জানিয়েছেন বাবরকে। এসব ছবি ভোলার নয়। এর থেকেই বোঝা যায় কত বড় মাপের মানুষ বিরাট কোহলি। বিরাটকে অভিনন্দন।

স্যমন্তক সেনগুপ্ত, দমদম

স্টেডিয়াম

টি ২০ বিশ্বকাপ জিতল অসিরা

বিশ্বকাপ টি ২০ জেতার পর মাঠে অসিদের উল্লাস

দুবাই-যথেষ্ট পেশাদারিত্ব রয়েছে দলটার। ওয়ান ডে ক্রিকেটে পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে। টি ২০ অধরাই ছিল। এবার সেটারও দখল নিল অস্ট্রেলিয়া। দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ১৪ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল অ্যারন ফিঞ্চের অস্ট্রেলিয়া। এশিয়ার কোনও দেশ এবার ফাইনালে খেলছে না বলেই টি ২০-র ফাইনালে তেমন উৎসাহ দেখা যায় নি। এরপর ভারতও বাদ চলে গিয়েছে। সব মিলিয়ে এবার টি ২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না। কিন্তু সেই ঘুমিয়ে পরা ফাইনালকে চাঙ্গা করে দিলেন প্রথম ইনিংসে কেন উইলিয়ামসন (৮৫), পরবর্তীতে ডেভিড ওয়ার্নার (৫৩) এবং মিচেল মার্শ (৫০ বলে অপরাজিত ৭৭)। ১৭৩ রান তাড়া করেই জিতল অস্ট্রেলিয়া। এই দলটাকে এবার কেউই হিসেবের মধ্যে রাখে নি। অথচ কিউয়ি বোলাররা কিছুই করে দেখাতে পারলেন না। অনায়াসে জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া। টসে জিতে ফিল্ডিং নিলেন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। সেমি ফাইনালের নায়ক নিউজিল্যান্ডের ড্যারেল মিচেল চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন ফাইনালে।

চার দশক পরে লিগ জয় মহামেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৯৮১ সালে শেষবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহামেডান। এরপর খেতাব জয়ের কাছাকাছি দু'একবার এসেও সফল হয়নি মহামেডান। ১৮ নভেম্বরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রেলওয়ে এফসিকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে সদস্য-সমর্থকদের আশা পূরণ করল তারা। এবার নিয়ে ১২ বার এই খেতাব জয়। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণ বাড়াতে থাকে আন্দ্রে চেরনিসভের দল। চাপের মুখে বেলাইন হয়ে পরে রেল দল। খেলার তিন মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মার্কাস জোসেফ। খেলা শেষে মার্কাসকে নিয়ে ক্লাবের তাঁবুতে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়েন মহামেডান দলের কর্মকর্তা এবং সমর্থকরা।

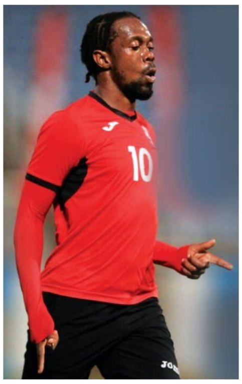

মার্কাস

ইডেনে অপ্রতিরোধ্য ভারত

বিধ্বংসী রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি-টি ২০-তে বিশ্বকাপ জয়ের আশায় জল ঢেলে দিয়েছিল কিউয়িরা। এই আঘাতটা সহ্য করে ইডেনে সফল হল রোহিত-বিগ্রেড। ৭৩ রানে দুর্দান্ত জয় পেল ভারত। অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক সিরিজে জয় রোহিত শর্মার। এই ম্যাচে লোকেশ রাহুল ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বদলে দলে এসেছেন ঈশান কিষান এবং যুজবেন্দ্র চহাল।

নতুন দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি-যে রকমটা ভাবা হয়েছিল, ঠিক তেমনই টি-টোয়েন্টিতে বিরাট কোহালির উত্তরসুরি হিসেবে এলেন রোহিত শর্মা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়পুরে ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সিরিজে দেখা গেল নতুন অধিনায়ক এবং নতুন কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে। ঘরের মাঠে আসন্ন কুড়ি ওভারের সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। এই দল নিয়ে লড়তে হবে রোহিতকে।

আই সি সি-র ক্রিকেট কমিটি সৌরভ চেয়ারম্যান

দুবাই-ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাবার পাশাপাশি এবার আইসিসি-র গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পেলেন তিনি। পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। অনিল কুম্বলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। আইসিসি-র প্রশাসক পদের দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলেন তিনি। এই বিষয়ে আইসিসি-র চেয়ারম্যান বার্কলে বলেছেন, সৌরভ

গাঙ্গুলিকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হিসেবে এবং প্রশাসক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা, আইসিসি-র ক্রিকেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং তা রূপায়িত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের সিইও জনি গ্রেভকে মহিলাদের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আফগানিস্তানের ক্রিকেট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দেখাশোনার জন্যও ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে আইসিসি। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান করা হয়েছে ইমরান খোয়াজাকে। অন্যদিকে, ২০২৪ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশগুলোর নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। ২০২৬ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে টি ২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। ২০২৯ সালে এককভাবে আয়োজন করবে ভারত। ২০৩১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে একদিনের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত।

এন সি এ-প্রধান লক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা-রাহুল দ্রাবিড়ের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় ন্যাশানাল ক্রিকেট আকাডেমির (এনসিএ) প্রধান হচ্ছেন ভিভিএস লক্ষণ। সংবাদসংস্থা সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, ভি ভি এস লক্ষণ এন সি এ-র প্রধান হচ্ছেন। ভবিষ্যতে দেশের ক্রিকেটার তৈরি করার জন্য অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করছিলেন লক্ষণ। এখন দেখার তিনি কতটা সফল হন।

দাবায় সাফল্য পেলেন মিত্রাভ

ট্রফি হাতে মিত্রাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি-সূদূর সার্বিয়া থেকে ৯ নভেম্বর আনন্দের খবরটা এল। ভারতের ৭২তম, বাংলার নবম গ্র্যান্ড মাস্টার হলেন মিত্রাভ গুহ। সার্বিয়ার শহর নভি সাদে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তৃতীয় এবং চূড়ান্ত জি এম নর্ম পেয়েছেন মিত্রাভ। ২৫০০ এলো পয়েন্টের যোগ্যতামানও টপকেছেন তিনি। মিত্রাভের এই সাফল্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ, গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। প্রতিযোগিতার শেষে মিত্রাভর এলো পয়েন্ট হল ২৫১৩।

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেসি কেঁদে ফেললেন

বার্সেলোনা, স্পেন-স্পেনের সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছেন, 'বার্সায় থাকার জন্য অনেক কিছুই করেছি। কিন্তু আমাকে বিনা পারিশ্রমিকে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যেটা কখনই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, 'আমাকে ৫০ শতাংশ বেতন কমিয়ে খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি আপত্তি করিনি। কারণ সঙ্কটের সময় ক্লাবকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। বার্সার প্রেসিডেন্টের আচরনে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।' তবে মেসি নতুন ভূমিকায় ক্লাবে ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। টেকনিক্যাল সেক্রেটারি হয়ে বার্সায় ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তিনি। প্যারিস সাঁ জারমাঁকে চ্যাম্পিয়ন লিগ জেতানোই মেসির প্রধান লক্ষ্য।

হল অফ ফেম

মুম্বাই-আইসিসি 'হল অফ ফেম' সম্মান পেলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার মাহেলা জয়বর্ধনে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শন পোলক। ১৪ নভেম্বর টি ২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের কাপে আইসিসি-র পক্ষ থেকে এই স্মারক তুলে দেওয়া হয় এই দুই ক্রিকেটারের হাতে।

প্রয়াত রেফারি

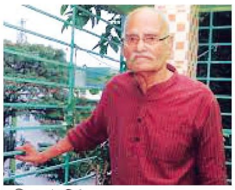

সুধীন চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রয়াত প্রাক্তন ফিফা রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি। ফুটবলের সাথে ক্রিকেট এবং হকিতেও আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। হকিতে জাতীয় আম্পায়ারও ছিলেন। আন্তর্জাতিক ম্যাচে সহকারী রেফারির ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৮০ সালে ১৬ আগস্ট ইডেন গার্ডেন্সের সেই বিতর্কিত ম্যাচের রেফারি ছিলেন সুধীন চ্যাটার্জি।

ডার্বিতে জয়

জয়োল্লাসে মত্ত এ টি কে-র খেলোয়াড়রা

নিজস্ব সংবাদদাতা-শতবর্ষের ডার্বিতে এস সি ইস্টবেঙ্গলকে ৩-০ হারাল এ টি কে মোহনবাগান। গোল করলেন রয় কৃষ্ণা, মনবীর সিং এবং লিস্টন কোলাসো। গোটা খেলাটাতেই ইস্টবেঙ্গল অত্যন্ত নিম্নমানের খেলা খেলেছে। অন্যদিকে এটিকে মোহনবাগান দারুণ ছন্দে ছিল। প্রত্যাশা মতোই তারা ভাল খেলেছে। আরও বেশি গোলের ব্যবধানে না হারার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া উচিত অনামী গোল-রক্ষক শুভম সেনকে।

বাবরের বই

লাহোর- 'বাবর আজম, দ্য রাইজিং স্টার'। একটি নামী প্রকাশনা সংস্থা লিবার্টি বুকস বাজারে আনতে চলেছে বইটি। পাকিস্তান অধিনায়ককে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই পাকিস্তানে। বইটির লেখক কামার আহমেদ। বাবরকে নিয়ে ওই দেশের মানুষ যথেষ্ট গর্ববোধ করে।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

সংগঠনের বিবিধ অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষ মুহূর্ত

কাশীপুর প্রবাহের নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ নিজস্ব চিত্র

সি এ বি-র আম্পায়ারদের নিখরচায় স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের অনুষ্ঠানে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

শান্তিনগর জীবন সাথী ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

সংবেদনের ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান নিজস্ব চিত্র

৫ ডিসেম্বর ২০২১, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শহরে এইডস্ ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা নিয়ে পদযাত্রার প্রচার চলছে পুরোদমে। পদযাত্রার গাড়ি এবং পোস্টার নিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছেন সংগঠনের কর্মীরা। ওইদিন রক্তদান উৎসব এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিবোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৯) জয়দেব দে, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) আশীষ ব্যানার্জি, ২২) পার্থ চক্রবর্তী, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) তমা রায়, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) মিতালি পাল, ৩৭) ডালিয়া সিনহা রায়, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) সৌগত সেন, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) দেব পাল, ৪৪) রীতেশ ঘোষ, ৪৫) অমিতাভ সিনহা, ৪৬) মৌমিতা ঘোষ, ৪৭) শুভময় কুণ্ডু, ৪৮) রেশমি নায়েক, ৪৯) স্বপন দে, ৫০) চিত্রা শীল, ৫১) আবীর চ্যাটার্জি, ৫২) মীনাক্ষী পাল, ৫৩) সঞ্জয় সাহা, ৫৪) রেবা রায়, ৫৫) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৬) ইরা দত্ত, ৫৭) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৫৮) সেখ নাজিবুর রহমান, ৫৯) তৃষ্ণা বসু, ৬০) গৌতম শীল, ৬১) শ্যামল মুখার্জি, ৬২) কমল মাইতি, ৬৩) সুব্রত সাহা, ৬৪) সুব্রত ঘোষ, ৬৫) সোনালি বিশ্বাস, ৬৬) শিল্পী মুখার্জি, ৬৭) জয়ন্ত রায়, ৬৮) অভিষেক পাল, ৬৯) শ্যামল মণ্ডল, ৭০) মোনালিসা হালদার, ৭১) সাগরিকা সরকার, ৭২) ঝর্ণা সাহা, ৭৩) সাথী দাস।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.